

💵 নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -১১ (پوپر _১১)

- (১) দুনিয়াপূজারী নেতারা নির্লোভ সংস্কারকদের নিজেদের মত করে ভাবতে চায়। তারা একে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব হাছিলের আন্দোলন বলে ধারণা করে। যেমন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল- 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের এ দাওয়াত বিশেষ কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত' (ছোয়াদ ৩৮/৬)। আর সেকারণ তারা লোভনীয় প্রস্তাব সমূহের ডালি নিয়ে সংস্কারকের সম্মুখে হাযির হয়। যাতে তার ফাঁদে পড়ে সংস্কার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় অথবা তাতে ভাটা পড়ে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনে যেমনটি ঘটেছে, তাঁর সনিষ্ঠ অনুসারী সংস্কারকদের জীবনেও যুগে যুগে তেমনটি ঘটবে এবং এটাই স্বাভাবিক।
- (২) বাতিলপন্থী নেতারা হক-এর দাওয়াতের যথার্থতা স্বীকার করে। তারা কুরআনকে সত্য কিতাব হিসাবে মানে। কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থ তাদেরকে অন্ধ করে রাখে। যেমন বিশেষভাবে ওৎবা বিন রাবী'আহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে।
- (৩) কায়েমী স্বার্থবাদী নেতারা সংস্কারকের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ২টি অভিযোগ দাঁড় করিয়ে থাকে। এক- পিতৃধর্ম ও রেওয়াজের বিরোধিতা এবং দুই- সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করা। যেমন কুরায়েশ নেতারা এসে আবু তালেবের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগগুলি করেছিল।
- (৪) নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসের মাধ্যমে দুনিয়া জয় করা সম্ভব, তার ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র যবানে আবু জাহলদের সম্মুখে ১০ম নববী বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে এবং তার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছিল তার ১১ বছর পরে ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। অতঃপর খলীফাদের যুগে আরব-আজমের সর্বত্র ইসলামী খেলাফতের একচ্ছত্র বিজয় সাধনের মাধ্যমে।
- (৫) তাওহীদের কালেমা চির বিজয়ী শক্তি। যা কখনোই পরাজিত হয় না। প্রয়োজন কেবল দক্ষ ও সাহসী নেতা এবং আনুগত্যশীল সাহসী অনুসারী দল।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5270

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন